বেতার নাটক: প্রযোজনার কথা

ড. দীপকচন্দ্র পোদ্দার

বেতার নাটক কেমনভাবে প্রযোজনা করা হবে তা সবটাই নির্ভর করে প্রযোজকের সিদ্ধান্তের ওপর। সে কিভাবে কাজ করবে? কার ওপর কতটা নির্ভর করবে? কোন কাজটা আগে করবে? ইত্যাদি। প্রত্যেক প্রযোজকেরই কাজ করার ধরন অন্যদের থেকে আলাদা। যেমন কোনো কোনো প্রযোজক চায় সে যেভাবে সংলাপ বলবে—সেভাবেই অভিনেতা অভিনেত্রীকে সংলাপ বলতে হবে। এমনকি কোন সংলাপের স্বর কোনখানে পৌঁছাবে তাও সে নিজে অভিনয় করে দেখিয়ে দেবে। শুধু তাই নয়—এই শেখানোর পরে প্রযোজক অভিনয় শিল্পীদের সঙ্গে আলাদা করে বসে তাদেরকে প্রযোজকের অভিনয় কৌশল নকল করার নির্দেশ দেন। তার থেকে একচুলও এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। অন্যদিকে কোন কোন প্রযোজক অভিনয় শিল্পীদের চরিত্র বুঝিয়ে ছেড়ে দেন। মহলার দিন লক্ষ্য রাখেন সে যা চাইছে শিল্পী সেই ছবিটা উপস্থিত করতে পারছেন কিনা—যদি কিছু তফাৎ থাকে তাও আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নেন। আবার আর একদল প্রযোজক আছেন

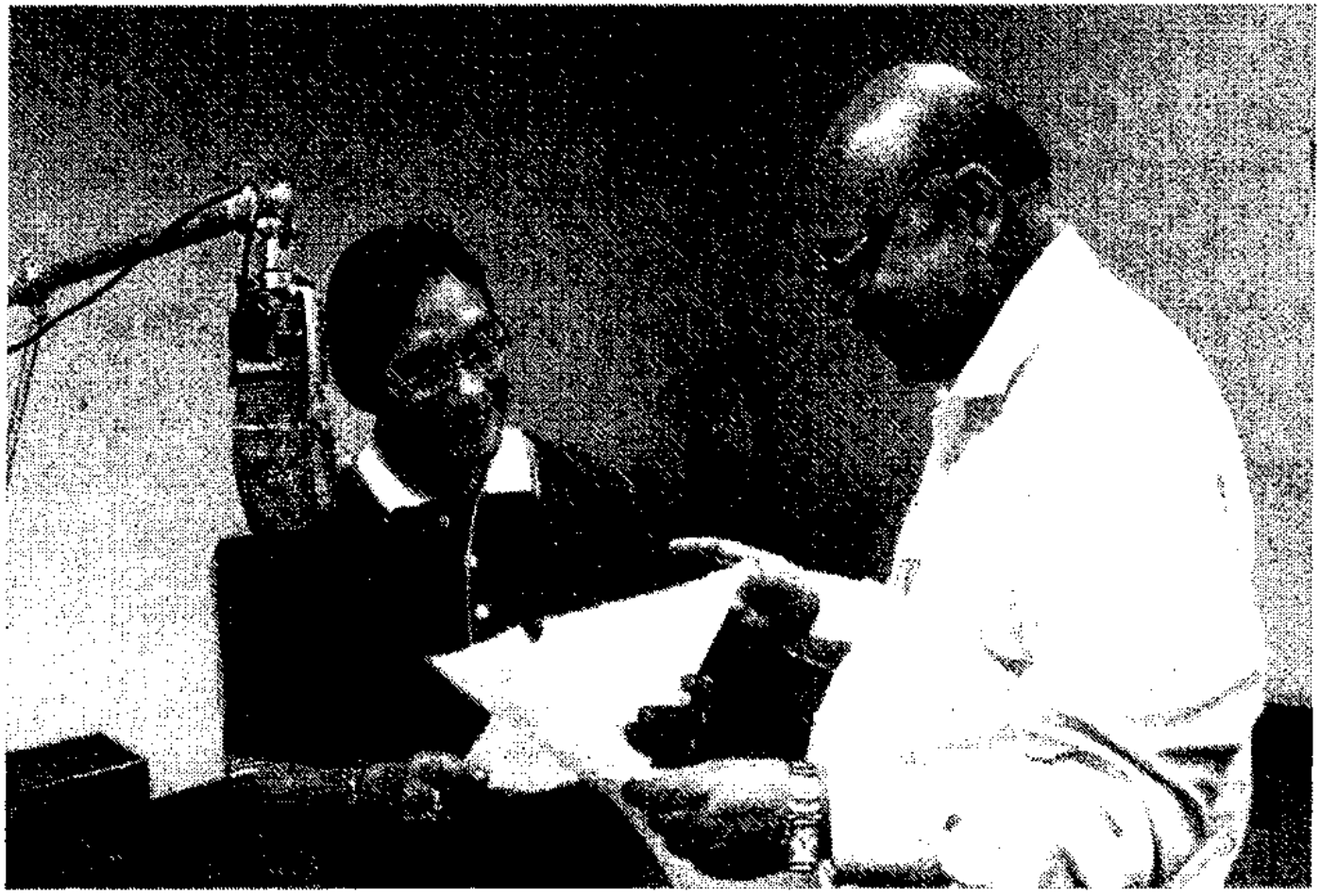

রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিনী' নাটকের রেকর্ডিং-এ
আলোচনারত দেবাশিস বসু ও ড. দীপকচন্দ্র পোদ্দার

যারা প্রযোজনার চেয়ে সংযোজকের কাজটাই বেশি করেন। বিভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সহকারী নির্বাচন করেন। কুশলী ও অভিজ্ঞ সহকর্মীরা যথাযথভাবে তাদের কাজ করে দিলেই বেতার নাটকের প্রযোজনা হয়ে যায়। যেমন শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত কোন অভিজ্ঞ সহকারী শিল্পী নির্বাচন করল— প্রয়োজনে শিল্পীদের নিয়ে মহলা কক্ষে বসে তাদের মহলা শুনে নেয়। অভিজ্ঞ অভিনয় শিল্পীদের যদি নির্বাচন করা যায়, তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে মোটামুটিভাবে কাজ করে দেয়। এরপর শব্দগ্রহণ (Recording)—এর সময় শব্দগ্রাহক (Recordist) অভিনয় শিল্পীদের Microphone—এর স্থান ইত্যাদি দেখে নিয়ে Recording করেন। এখনকার প্রযোজনায় Recordist—ই সাধারণত editing—এর কাজ করে। তাই সেই কাজটাও যদি মোটামুটিভাবে করে, তবে প্রযোজক তেমনভাবে প্রযোজনার কাজের সঙ্গে জড়িয়ে না থাকলেও প্রযোজনাটা সহজেই হয়ে যায়।

এইভাবে প্রযোজকরা একসঙ্গে অনেকগুলি নাটকের কাজ করতে পারে। ভাল হবে কি মন্দ হবে তা তর্কাতীত। কোনো কোনো প্রযোজক আবার তার প্রযোজনার প্রতিটি অংশের সঙ্গে সমানভাবে যুক্ত থাকে। কোনো কিছুই তার নির্দেশ ছাড়া হবে না। তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রযোজকের কাজের ধরনও ভিন্ন হয়। আমি দ্বিতীয় দলের মত কাজ করতে ভালবাসি।

শিল্পী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজকদের কাজের ধরন আলাদা। কেউ কেউ নামী অভিজ্ঞ শিল্পীদের নির্বাচন করে। তারা মনে করে এই সব শিল্পীরা যে কোন চরিত্রই যথাযথ ভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে আবার কোন কোন প্রযোজক অনামী শিল্পীকেও নাটকের প্রধান চরিত্রে নির্বাচন করতে পিছপা হয় না। তারা জানে যে ওই শিল্পী সাধারণভাবে কথা বললেই মনে হবে ওই নাট্যচরিত্রটিই কথা বলছে এবং সহজেই শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। আরেক ধরনের প্রযোজক আছেন যারা তাদের অতি পরিচিত শিল্পীদের নিয়েই কাজ করে থাকেন। তাদের কথা যে এই সব শিল্পীরা খুব সহজেই প্রযোজকের নির্দেশ বুঝতে পেরে যথাযথভাবে কাজ করে দেয়। ফলে নাটকে মহলা ও Recording-এ কম সময় লাগে। প্রযোজনাও সহজ হয়ে ওঠে। এবারেও আমি দ্বিতীয় দলের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করি।

ক্ষেত্র বিশেষে একই প্রযোজকের কাজের ধরন বদলে যায়। শিশু বিভাগের অনুষ্ঠানের জন্য শিশু শিল্পীদের সঙ্গে কাজ, বা শৌখিন অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজের ধরনের সঙ্গে অবশ্যই তফাৎ হবে যখন সেই একই প্রযোজক পেশাদারী শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করবেন।

বেতার নাটকের পাণ্ডুলিপি নির্বাচন

বেতার নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে আকাশবাণী বা অন্য কোনো বেতার কেন্দ্রের নাটক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রথমে বেতার নাটকের পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করে। এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রসিদ্ধ কোনো নাট্যকারকে কোন বিশেষ বিষয়ের ওপর নাটক লিখে দেবার জন্যও অনুরোধ করা হয়।

তারা প্রয়োজন অনুযায়ী বেতার নাটক লিখে দেন। আবার যেসব নাট্যকারেরা উৎসাহিত হয়ে নাট্যবিভাগে পাণ্ডুলিপি জমা দেয় সেখান থেকেও নাটক নির্বাচন করা হয়। তবে এই নির্বাচন সবসময়ই আকাশবাণী বা অন্য কোন বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষ।

পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সাধারণত দৃষ্টি রাখা হয়। যেমন–

ক. যে নাটকটি নির্বাচন করা হবে সেটি বেতার উপযোগী হয়েছে কিনা?

খ. নাটকটির বিষয়বস্তু পরিবারের সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বসে শোনা যায় কিনা? যেমন বাবা-মা-ছেলেমেয়ে একসঙ্গে যদি শুনতে চায়?

গ. নাটকে ব্যবহৃত শব্দ বা ভাষা সম্প্রচার উপযোগী কি না?

ঘ. নাটকে এমন কিছু আছে কিনা যা শ্রোতাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে বা তাদের কাছে কোন ভুল তথ্য পৌঁছচ্ছে কিনা ইত্যাদি।

প্রযোজক নির্বাচন

নাট্যবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকই সাধারণত প্রযোজনা করে থাকেন। কারণ নাট্যবিশেষজ্ঞ হিসাবেই তারা নাট্যবিভাগে যোগদান করে। অনেক সময় অন্যান্য বিভাগের আধিকারিকরাও কোন নির্দিষ্ট নাটকের প্রযোজনা করে থাকেন। কোন কোন সময় বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বকেও প্রযোজনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে এই কাজের জন্য প্রযোজক নির্ধারিত সম্মানদক্ষিণা পায়। তবে পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের মতন প্রযোজক নির্বাচনও কেন্দ্র অধিকর্তা/ অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষ।

প্রযোজক নির্বাচনের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যে কেউ প্রযোজক হতে পারে না–হওয়া উচিত নয়। কারণ বেতার নাটকের প্রযোজক নাট্যকারের ভাবনার চিন্ময়ী মূর্তিকে শ্রোতার মনে মৃন্ময়ী করে তুলে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। প্রযোজক বেতার নাটকের 'interpreter' বা ব্যাখ্যাকার। প্রযোজককে অবশ্যই বেতার নাটকের ছাত্র- শুধু তাই নয় তার

শ্রোতাদের চরিত্র সম্পর্কেও যথাযথ স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। অভিনয় যত ভালোই হোক না কেন, বা নাটক যতই সুগঠিত হোক না কেন, প্রযোজনা যথাযথ না হলে বেতার নাটক কিছুতেই শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে পারবে না।

প্রযোজনার কথা ভাবার সময় থেকেই প্রযোজকের দায়িত্ব শুরু হয় এবং তা চলতে থাকে বেতার নাটকটি সম্প্রচার হওয়া পর্যন্ত এবং প্রয়োজনে সম্প্রচারের পরেও। প্রযোজকের কাজ প্রযোজনার সব কিছুর সঙ্গেই ধাপে ধাপে জড়িয়ে থাকে। যেমন- পাণ্ডুলিপি সংশোধন, নাটকের Production Script তৈরি করা, অভিনয় শিল্পী নির্বাচন, মহলা, প্রয়োজনবোধে আবহসঙ্গীত শিল্পী নির্বাচন/শব্দ আবহশিল্পী নির্বাচন, শব্দগ্রহণ বা Recording, শব্দ পুনঃগ্রহণ বা editing, সম্প্রচারের আগের কাজ বা Pre Broadcast Work, সম্প্রচারের পরের কাজ বা Post Broadcast Work।

প্রযোজক নির্বাচনের পরেই অনুমোদন প্রাপ্ত বেতার নাটকের পাণ্ডুলিপিটি প্রযোজকের কাছে পাঠানো হয়। পাণ্ডুলিপিটি পড়ে প্রযোজক নিজের ধ্যান ধারণা মতো একটি মন্তব্যের তালিকা তৈরি করে নাট্যকারের সঙ্গে বৈঠকে বসে।

প্রযোজকের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে প্রযোজকের কাজ নাট্যকারের কাজের ভুল ত্রুটি ধরা নয় বা নাট্যকারের নাটককে পরিবর্তন করে নিজের ভাবনাকে উপস্থাপিত করাও নয়। এখানে প্রযোজকের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত যে কিভাবে বেতার নাটকের ঐ পাণ্ডুলিপিটিকে বেতার সম্প্রচারের জন্য উন্নত করা যায়। প্রযোজনা করার সময় সবসময়ই আমি নাট্যকারদের সহায়তা পেয়েছি। তারা আমার সঙ্গে বসেছেন। আলোচনা করেছেন। পরিবর্তন ও পরিমার্জনও করেছিলেন আলোচনা সাপেক্ষে। তার ফলস্বরূপ প্রযোজনার মান উন্নত হয়েছে। এইসব নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নটরাজ দাস, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, শিবংকর চক্রবর্তী, অশোক চক্রবর্তী, বসন্ত ভট্টাচার্য, চকিতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

অভিনয় শিল্পী নির্বাচন (casting)

বেতার নাটক প্রযোজকের প্রধান কাজ অভিনয় শিল্পী নির্বাচন বা অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভূমিকা বণ্টন করা। বেতার নাটকের অভিনয় শিল্পীদের নির্বাচনের আগে জেনে নেওয়া দরকার যে অভিনয় শিল্পীদের যেন 'বেতার মাধ্যম' সম্পর্কে জ্ঞান থাকে, নচেৎ তাদের বেতার মাধ্যম বুঝিয়ে তারপর কাজ করা খুবই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলও পাওয়া সম্ভব হয় না। বেতার নাটকের অভিনয় শিল্পীদের মূলত দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের শিল্পীরা—তারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে লুকিয়ে রেখে যে কোন চরিত্রের আদলে নিজেকে উপস্থাপিত করতে পারে। দ্বিতীয়ভাগের শিল্পীরা—যে কোনো চরিত্রকেই অভিনয়ের সময় সে তার নিজের ব্যক্তিত্বের আদলে গড়ে নেন। ভাল প্রযোজক সাধারণত নাট্য চরিত্রের কাছাকাছি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কণ্ঠস্বরের অধিকারী অভিনয় শিল্পীকে নির্বাচন করে চরিত্র এবং অভিনয় শিল্পীর মেলবন্ধন ঘটিয়ে অভিনেয় চরিত্রকে যথাযথ রূপে শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করেন।

নির্মাল্য রায় 'লাস্ট অ্যাপিল' বেতার নাটকে (বাঁদিক থেকে) অমিত রায়, শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারী মুখোপাধ্যায়, রত্না মিত্র, ড. নির্মাল্য রায় (কাহিনি), নটরাজ দাস (নাট্যরূপ), ড. দীপকচন্দ্র পোদ্দার (প্রযোজনা), শুভব্রত দে ও শিখা পাল।

মহলা বা Rehearsal

মহলার প্রথমদিনের প্রথম পড়ার সময় মহলা কক্ষে শিল্পীরা গোল হয়ে বসে মহলার জন্য তৈরি হয়। এখানে গুরুত্ব অনুযায়ী শিল্পীদের কোন আলাদা আলাদা ভাবে বিভক্ত করে বসার ব্যবস্থা থাকে না। সবাই একত্রে বসেই মহলায় যোগদান করে। কারণ এখানে সমষ্টির আধিপত্য বেশি, ব্যক্তি এখানে গৌণ। ভাল প্রযোজক পাণ্ডুলিপির First Reading বা প্রথম পড়া শিল্পীদের কাহিনি জানানোর জন্য করে থাকেন। এই পড়া যদি কোন শিল্পীর ভাল না হয় তাহলেও তাকে খুব একটা থামান না। কারণ এই প্রথম পড়া থেকেই তিনি নাটকটি উপস্থাপনা করতে কত সময় লাগতে পারে তার একটা ধারণা করে নেন। বেতার সম্প্রচারে এই 'উপস্থাপনার সময়' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রচার সময়কে যথাযথ ব্যবহার এবং পাণ্ডুলিপিতে ছোটো ছোটো কোনো পরিবর্তন—সংলাপের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝানোর জন্য সংলাপের বাক্যটি পরিবর্তন বা কোনো কোনো শব্দ পরিবর্তন এই প্রথম পড়া থেকেও প্রযোজক করে নেন। অভিনয় শিল্পীরা পাণ্ডুলিপিটি প্রথমে পড়ার সময় 'সবাই' মিলে স্ব স্ব চরিত্রের সংলাপগুলি জোরে জোরে পড়েন। প্রথমবার পড়ার আগে প্রযোজক পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে কিছু বলতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে পড়ার সময় বিশেষ প্রয়োজন না হলে কোনো বাধা দেন না। কারণ অভিনয় শিল্পীরা পুরো নাটকটা না শুনে নাটক সম্পর্কে কোনো ধারণা না নিয়ে আলোচনায় বসতে পারেন না। তাই নাটকটি তাদের প্রথমে শোনা দরকার। পরে নাটকের প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি দৃশ্য নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। এছাড়া অভিনয় শিল্পীরা প্রযোজকের প্রথম নির্দেশ পাবার আগেই প্রথম পড়া থেকে নাটকটি নিয়ে ভাবতে শুরু করে। এঁদের মধ্যে কেউ সহজ সাবলীলভাবে পড়তে পারেন। কারো পড়া আবার খারাপও হয়। তবে প্রথমে যে ভালো পড়ছে সে যে সবচেয়ে ভাল অভিনয় করবে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। প্রথম মহলার পরেই প্রযোজক প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে তার চরিত্র নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রযোজক নাটকটি নিয়ে কী ভাবছেন? কী চাইছেন? তা অভিনয় শিল্পীদের বুঝিয়ে দেবেন, উৎসাহ

দেবেন যাতে অভিনয় শিল্পীরা অভিনয় দিয়ে অভিনীত চরিত্রটিকে যথাযথ রূপায়ণ করতে পারেন। কিন্তু প্রযোজকের কখনই কিভাবে শিল্পীরা সংলাপ বলবে তা শেখানো উচিত নয়। তাহলে চরিত্র চিত্রণে অসুবিধা হবে। প্রযোজক কী ছবি চাইছে অভিনেতাকে তা বোঝাতে হবে। প্রয়োজনে বারবার মহলায় বসবে। বারবার আলোচনা করবে। প্রযোজক জানাবেন যে নির্দিষ্ট জায়গায় কি ধরনের অভিব্যক্তি বা আবেগ সে পেতে চাইছে। কিংবা নির্দিষ্ট সংলাপের মধ্যে দিয়ে সে শ্রোতাদের কাছে কি প্রকাশ করতে চাইছে। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে প্রযোজককে সংলাপটিতে অভিনয় করেও দেখাতে হতে পারে। তবে প্রযোজকের কখনোই অভিনয় শিল্পীদের অতি বোঝানো উচিত নয়, বিশেষ করে পেশাদার শিল্পীদের।

মহলায় উপস্থিত শিল্পীরা নাটক প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য রাখতেই পারে। অনেক সময় রাখেও। কখনো কোনো তথ্যগত ভুলের কথা তারা উল্লেখ করতে পারে। কখনো কখনো আবার ভাষার অসঙ্গতি, কিংবা কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে অসুবিধা ইত্যাদি উল্লেখ করে থাকে। প্রযোজকের মন দিয়ে তাদের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেইয়া উচিত। যদি দেখা যায় যে সে ঠিক বলছে, তবে অবশ্যই তা সংশোধন করা কর্তব্য। এমনকি এক্ষেত্রে নবীন বা প্রবীণ সব শিল্পীকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

শব্দগ্রহণ বা Recording

বর্তমানে শব্দগ্রহণ বা Recording Hard Disc-এ করা হয়। প্রায় সব স্টুডিওতেই এখন এই ব্যবস্থা চালু আছে। শব্দগ্রহণ বা Recording চারটি ধাপে করা হয়।

ক) সংলাপ বা Dialogue Recording

খ) আবহসঙ্গীত বা Music Recording

গ) শব্দ আবহ বা Sound effect Recording

ঘ) ঘোষণা বা Announcement Recording।

শব্দগ্রহণের জন্য পূর্ব নির্ধারিত দিনে যথাযথ সময়ে অভিনয় শিল্পী ও কলাকুশলীদের স্টুডিওতে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিল্পীদের মধ্যে দু-একজনের দেরি করে স্টুডিওতে পৌঁছনো অভ্যাস। তাদের জন্য কোন কোন প্রযোজক আলাদা Call Time ঠিক করেন। তার Call Time অন্যান্যদের থেকে একঘণ্টা বা আধঘণ্টা আগে থাকে। সে দেরি করে এলেও মোটামুটি ভাবে কাজ একই সময়ে শুরু করা যায়। আরও শিল্পীরা কেউ কেউ আছেন যে স্টুডিওতে এসেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে তার অন্য আরও একটি কাজ আছে। Recording-এ দেরি হলে সেই কাজটিতে পৌঁছতে তার দেরি হয়ে যাবে। বারকয়েক সে ফোন করে তাদের জানাবে 'এই আসছি' 'আর একটু' ইত্যাদি। এতে অন্যদের অভিনয়ে অসুবিধা হয়। তাড়াতাড়ি কাজ করতে গিয়ে নাটকের অভিনয়ের মান যথাযথ স্থানে পৌঁছয় না। এই শিল্পীদের নির্বাচনের সময়ই বাদ দিতে পারলে ভালো হয়।

ক) সংলাপ বা Dialogue Recording

স্টুডিওতে পৌঁছে সব অভিনয় শিল্পী এবং কলাকুশলীদের মোবাইল ফোন-এর সুইচ বন্ধ করে নিষ্ক্রিয় করে রাখা উচিত। এ প্রসঙ্গে দক্ষ প্রযোজক অবশ্যই একবার সবাইকে 'সুইচ অফ' করার নির্দেশ দেয়। Recording চলাকালীন কারো মোবাইল একবার বেজে উঠলে Recording-এর ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়, অনেক সময় শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের অংশটি হাতছাড়া হয়ে পড়ে।

Recording-এর আগে একবার স্টুডিওতে Microphone–এ মহলা দেওয়া আবশ্যক। কোন কোন প্রযোজক সমগ্র নাটকটিকে একবার Microphone মহলা করে। তারপর Recording শুরু করে। কেউ আবার এক একটি দৃশ্যের Microphone মহলা করে সেটুকু Record করে। তারপর পরের দৃশ্যের Microphone মহলা শুরু করে।

Recording-এর দিন অভিনয় শিল্পীদের সহজ স্বচ্ছন্দ্য চাপমুক্ত রাখতে পারলে ভাল। কোন সমস্যা বা কোন ঘটনায় তাদের অস্থিরতা তৈরি হলে

আলোচনা করে তাকে সহজ করে তবেই Recording-এর কাজে হাত দেওয়া উচিত। Recording-এর সময় কখনোই প্রযোজকের 'সমঝোতা' করা উচিত নয়। কারণ তার প্রভাব নাটক প্রযোজনায় পড়বেই। তাই প্রযোজক যদি অগ্রিম ভেবে নিয়ে যদি ব্যবস্থা করতে পারে তবে খুব সহজেই সে তার কাজে সফল হবে।

শব্দ গ্রহণকে কেউ কেউ কাঁচামালের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে কাঁচা সবজী ভাল পেলে খাবারের স্বাদ ভাল হয়। তাই Recording কাজ ভাল হলে Editor—এর কাজের অনেকটাই সুবিধা হয়।

খ) আবহসঙ্গীত বা Music Recording

Music Recording-এর অনেক আগে থেকেই Music Director-কে Production Script পাঠানো উচিত। তারপর একদিন বসে তার সঙ্গে আলোচনা করে কতগুলি Music অংশ লাগবে তা ঠিক করা হয়। Music Recording নাটক Recording-এর দিনও করা যেতে পারে বা পরেও করা যেতে পারে। তবে পরে করলে বেশি সুবিধা হয়। নাটকের সংলাপ এবং ঘোষণা Recording করার পর সেই Recording থেকে অপ্রয়োজনীয় বা ভুল অংশ বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নাটকটির সংলাপ এবং ঘোষণা পরপর editing করে সাজিয়ে দিয়ে আবহবিহীন একটা নাটক তৈরি করা যায়। এই অংশটি Computer-এর একটি File-এ রাখা হয়। অনেক প্রযোজক এই File-এর একটা কপি CD করে Music Director-এর কাছে পাঠিয়ে দেয়। Music Director Recording-এ আসার আগে CD-টা শুনে প্রয়োজন মতো Notation তৈরি করে Recording-এ আসে। যন্ত্রশিল্পীদের নিয়ে স্টুডিওতে Microphone—এ একটা মহড়া দিয়ে Recording করা হয়।

গ) শব্দ আবহ বা Sound effect Recording

প্রতিটি বেতার প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহশালায় রয়েছে Sound effect-এর সংগ্রহ।

প্রথমেই Sound effect Recording-এ না গিয়ে Production Script থেকে কী কী Sound effect প্রয়োজন তার একটা তালিকা তৈরি করা উচিত। ধরা যাক ২৫টি Sound effect-এর তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে Sound effect নির্বাচন করতে হবে। দেখা গেল ১০টি Sound effect সংগ্রহশালা থেকে পাওয়া গেল। বাকি পাঁচটি Sound effect হয়তো সংলাপ Recording–এর সময় Record করা হল। রইল আরও ১০টি Sound effect। আলাদা করে এই Sound effect-গুলি তৈরি করা যায়। তবে প্রথমে প্রাকৃতিক শব্দই নাটকে ব্যবহার করা ভালো। যদি প্রাকৃতিক শব্দের Recording বাস্তব না লাগে, তবেই অন্যপন্থা অবলম্বন করে Sound effect Recording করা উচিত। যেমন গ্লাসে জল ঢালা বা বাসনপত্র পরিষ্কার করা বা বাসনপত্র ছুড়ে ফেলা, দরজা খোলা বা বন্ধ করা ইত্যাদি। এগুলি অন্য পন্থায় Recording করলে যথাযথভাবে গ্রহণযোগ্য হয় না। যদি একটা মৃতদেহ ফেলে দেওয়ার শব্দ তৈরি করতে হয় সেক্ষেত্রে এক ব্যাগ আলু নিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে। সাধারণত স্টুডিওতেই যান্ত্রিক Sound effect-এর জন্য Record করা হয়। কখনো কখনো বাইরে গিয়েও Sound effect Recording করা হয়। কিন্তু সব সময়ই বাস্তব সম্মত Sound effect–ই নাটকে ব্যবহার করা উচিত। অন্যথায় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

ঘ) ঘোষণা বা Announcement Recording

ঘোষণা নাটকের পরিচয় বহন করে। ঘোষণার গুরুত্ব বেতার নাটকের অন্য অংশ থেকে কিছু কম নয়। তাই ঘোষণার প্রতিও যথেষ্ট যত্নবান হওয়া উচিত। বেতার নাটকের ঘোষণায় সবসময়ই শ্রেষ্ঠ ঘোষককে ব্যবহার করা উচিত। যার কণ্ঠ মাধুর্য ও উপস্থাপনা নাটকের শুরুর ঘোষণা শুনেই শ্রোতাদের নাটক সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করবে। নাটকের শেষের ঘোষণাও হওয়া উচিত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নাটক শুনে শ্রোতার মনে নাটকের রেশ থেকে যায় বহুক্ষণ। তাই বেতার নাটকের ঘোষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো অবস্থাতেই তা সাধারণ

মানে নামিয়ে আনা উচিত নয়।

বেতার নাটকের Recording সব সময়ে স্টুডিওতেই করতে হবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যদি প্রযোজক মনে করেন তবে Outdoor Recording অর্থাৎ আকাশের নিচে বা কোন রেল স্টেশনে, জঙ্গলে, নদীর ধারে, বা শহরে রাস্তায় বা City Mall-এও Recording করা যেতে পারে।

শব্দ সম্পাদনা বা Editing

সংলাপ, আবহসংগীত, Sound effect এবং নাটকের ঘোষণা Recording হয়ে গেলেই শুরু হয় Editing বা শব্দ পুনঃগ্রহণ। যে কোনো বেতারকেন্দ্রেই Editing room হচ্ছে রান্নাঘর। এই Editing room—এ যা হয় তা তো রান্নাঘরেরই নামান্তর। সংলাপ, আবহ, Sound effect, ঘোষণা সব কিছুকে মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি করা হয় একটি বেতার নাটক। রান্নার চেয়ে কম কী? কোন উপাদান একটু বেশি কম হলেই রান্না যেমন খেতে ভাল লাগে না, বিস্বাদ লাগে, তেমনই বেতার নাটকও যথাযথ সম্পাদনা না হলে শুনতে ভাল লাগে না, ক্লান্তিকর লাগে। তাই শ্রোতাদের ক্লান্তি দূর করতে সম্পাদনার কাজে যথেষ্ট সময় এবং মন দিয়ে কাজ করা উচিত।

প্রথমেই Record করা সংলাপগুলি থেকে সবচেয়ে ভালো অংশগুলি খুঁজে বার করে খারাপ অংশগুলিকে বাদ দিয়ে দেওয়া। তারপর ঘোষণা যোগ করা। তাহলে মোটামুটিভাবে নাটকের দৈর্ঘ্যের একটি পরিমাণ করা যায়। যদি দৈর্ঘ্য সম্প্রচারের সময়ের মাপে ঠিক থাকে তাহলে কোনো সমস্যাই নেই। যদি না থাকে তবে আবার সম্পূর্ণ নাটকটি শুনে শুনে কোনো কোনো অংশ বাদ দিয়ে নাটকটির দৈর্ঘ্য যথাযথ সময়ের মধ্যে রাখতে হবে।

সময় ঠিক হয়ে গেলে আবহ ও Sound effect-গুলি কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হবে তা Production Script—এর সাহায্যে নির্ধারণ করা দরকার। Computer Editing-এর ক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য 'Marker' দিতে হয়। Sound effect ব্যবহার করার পর

বারবার দেখতে হবে যেন তা সংলাপ শোনার ক্ষেত্রে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। যদি সংলাপের থেকে Sound effect জোরে বাজে, সেক্ষেত্রে সংলাপের রস গ্রহণে শ্রোতারা ব্যর্থ হয়। তবে কখনো কখনো Sound effect সংলাপকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন ট্রেনের চলার শব্দ সংলাপের ওপর দিয়ে চলে গেল সংলাপ হারিয়ে গেল এবং ট্রেনের চলার শব্দ শেষ হলে নতুন দৃশ্য শুরু হল। সম্পাদনার কাজে শব্দ ও নৈঃশব্দ ব্যবহারের মুন্সিয়ানা থাকা দরকার। একটা সাধারণ বেতার নাটক সম্পাদনার মুন্সিয়ানায় শ্রোতাদের ভাল লাগার এক চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। আবার খারাপ সম্পাদনার কারণে একটি ভাল নাটকও শ্রোতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। Sound effect-এর ব্যবহারের পর আবহসঙ্গীতের File থেকে আবহসঙ্গীতের অংশগুলি একে একে নাটকের অন্যান্য অংশের সঙ্গে মেলাতে হয়। ব্যবহারের আগে বারবার আবহ, সংলাপ এবং Sound effect-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তবেই তা ব্যবহার করা উচিত। নাটকে কোথাও কোথাও সংলাপ ছাড়া শুধুমাত্র নৈঃশব্দ, আবহসঙ্গীত ও Sound effect যথাযথভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। অনেক সময় সংলাপ ব্যবহারের চেয়ে শুধুমাত্র নৈঃশব্দ ব্যবহার নাটককে বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। কোথাও শুধুমাত্র একটু বাঁশির সুর বা বেহালার একটা ছড়ের টান পরিবেশকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যেতে পারে। কোথাও একটা মৃত্যুদৃশ্যের পরে কাকের কা কা ডাক দিয়ে উড়ে চলে যাওয়া এক অর্থবহ পরিবেশ সৃষ্টি করে, আবহ সঙ্গীতের ব্যবহারে নাটকে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। যেমন– সংলাপের ভেতরে আবহ ব্যবহার চরিত্র বা পরিবেশের Mood সৃষ্টিতে সাহায্য করে। প্রযোজকের ভাবনার আবহকে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মেলানোর কৃতিত্ব Editor বা সম্পাদকের। কোনো কোনো অভিনেতার অভিনয়ের সঙ্গে তারের যন্ত্র (String Instrument) কিছুতেই মেলে না কিন্তু হাওয়ার যন্ত্র (Blowing Instrument) যেমন বাঁশি খুব সহজেই সেই শিল্পীর সংলাপের মাঝে ব্যবহার হলে অন্য এক মাধুর্য প্রকাশ পায়। প্রযোজক বা সম্পাদক সম্পাদনার সময় বারবার এই খুঁটিনাটি দেখে শুনে বেতার নাটকে তা

ব্যবহার করে থাকে। নাটকের বেদনাহত মুহূর্ত যথা মৃত্যু সংবাদ বা হারানোর সময়ে বেদনার আবহ (sad music) ব্যবহার করে থাকে। আবার আনন্দ সংবাদে আনন্দের আবহ (happy music) ব্যবহার করা হয়। Tension-এর কোন মুহূর্ত সৃষ্টিতে গতিময় আবহ ব্যবহার স্বাভাবিক কারণেই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এছাড়া সম্পাদনার সময়ে নাটক শুরুর এবং নাটক শেষের আবহ যথাযথভাবে দেখে নিয়ে তবেই ব্যবহার করা উচিত। যেমন— শুরুতে আবহ নাটকের Mood যথাযথ ধরতে পারছে কিনা? বা নাটকের শেষে আবহ ব্যবহার নাটকের বক্তব্যের রেশটা ধরে রাখতে পারছে কিনা? ইত্যাদি। Editing বা সম্পাদনার ওপর বেতার নাটক প্রযোজনার ভালো-মন্দের অনেকটাই নির্ভর করে।

ড. দীপকচন্দ্র পোদ্দার: লেখক আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের অবসরপ্রাপ্ত সহ-অধিকর্তা, বেতার নাট্যকার ও প্রযোজক।